**চট্টগ্রাম সেনাবাহিনী সদস্যদের দরবার**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

চট্টগ্রাম সেনানিবাস, শনিবার, ২৭ আশ্বিন ১৪২০, ১২ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

উপস্থিত সকল অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকবৃন্দ।

আসসলামু আলাইকুম।

আজকের এই দরবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং বিদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যেসব বীরসেনানী শাহাদতবরণ করেছেন তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে শহীদদের আত্মার মাগফিতার কামনা করছি।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে বঙ্গবন্ধু নবীন রাষ্ট্রে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর বুঁনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন। শত প্রতিকূলতার মাঝেও অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলেন।

জাতির পিতা প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। আমাদের সরকার ১টি পদাতিক ও ১টি সংমিশ্রিত ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, ১টি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, ৩টি পদাতিক ইউনিট, ২টি আর্টিলারি ইউনিট, ১টি আরই ব্যাটালিয়ন, ২টি ইসিবি এবং ১টি এসটি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন করেছিল।

এছাড়া এনডিসি, বিপসট, এএফএমসি, এমআইএসটি এবং এনসিও'স একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পদাতিক রেজিমেন্টের উন্নয়ন ও কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে নতুন করে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেনাবাহিনীকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করতে উন্নত প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই সাথে আমরা সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে  ট্রাস্ট ব্যাংক ও হোটেল র‌্যাডিসন চালু করেছি।

সম্প্রতি আমরা হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর পুণ্যভূমি সিলেটে সতের পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীনস্থ একটি পদাতিক ব্রিগেড সদর ও দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের উদ্বোধন করেছি।

পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য আরও ২টি পদাতিক ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন সমন্বয়ে নতুন একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে বিশ্বাসী। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

সেনাবাহিনীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় খসড়া জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি ও ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নকল্পে আমাদের সরকার কর্তৃক সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় ঋণ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া হতে এক বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র ক্রয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যা ভবিষ্যতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ আড়াইগুণ বৃদ্ধি করে পাঁচ লাখ টাকা করা হয়েছে। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জেসিও/ওআরদের পরিবারবর্গের জন্য সেনানিবাসে ৪ বৎসর সরকারি পারিবারিক বাসস্থানে অবস্থান, সন্তানদের নিকটস্থ সেনানিবাসের স্কুল-কলেজে ভর্তি ও বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। যোগ্যতানুযায়ী মৃত্যুবরণকারীর স্ত্রী-সন্তানদের সেনাবাহিনী পরিচালিত সংস্থায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সৈনিক হতে মেজর এবং সমপর্যায়ের পদবী পর্যন্ত দুইবছর এবং লে. কর্ণেল থেকে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকুরি এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেসিওদের পদবী প্রথম শ্রেণীতে ও সার্জেন্ট পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সেনাবাহিনীর ন্যায় সকল পদবীর সৈনিকদের নূন্যতম ‘সার্জেন্ট' পদবীতে পদোন্নতির কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের রেশন স্কেল বৃদ্ধি, খাবারের মান উন্নয়ন এবং লাল আটার পরিবর্তে সাদা আটা সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবার থেকে পৃথক অবস্থানরত সেনা সদস্যদেরকে সংযুক্ত পরিবারের সমান রেশন প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মসলা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীতে প্রথমবারের মত এবছর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে আর্মি মেডিকেল কোরে মহিলা সৈনিক ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ১১টি জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডে সেনাকল্যাণ সংস্থার অর্থায়নে মেডিকেল ডিসপেনসারি চালু করা হয়েছে। এই সেবা পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারিত করা হবে।

ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আলোকে ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করেছি। যা সামগ্রিকভাবে আমাদের সেনাবাহিনীর সমরশক্তি (Combat Power) ও চলাচল সক্ষমতা (Mobility) আরও অনেক বৃদ্ধি করবে।

আমি এ প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখব।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকায়নে সব ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সরকারের বর্তমান মেয়াদে দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের সাথে যৌথ প্রশিক্ষণের ফলে আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি আপনাদের প্রশিক্ষণ এলাকার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে ভূমি মন্ত্রণালয়কে ইতোমধ্যে চর কেরিং এর ৯ হাজার একর জমি বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়া জাহাজ্জিয়ার চরের সমুদয় খাস জমিও সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রিয় সেনা সদস্যগণ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে রিয়েল এস্টেট মাস্টার প্ল্যান এর কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। নবগঠিত ১৭ পদাতিক ডিভিশনের সদস্যদের আবাসনের লক্ষ্যে আমি ইতোমধ্যে সিলেটের ‘শিবের বাজার' এলাকায় ১ হাজার ৪৮৪ একর জমি সেনাবাহিনীর অনুকূলে হস্তান্তরের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছি।

এছাড়া নবগঠিত ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের সদস্যদের আবাসনের লক্ষ্যে আমরা প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর উভয়পার্শ্বে অধিগ্রহণকৃত জমি হতে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দেরও নীতিগত অনুমোদন দিয়েছি।

পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ সেনানিবাস স্থাপনের জন্য রামুতে ৬৫৭.১৭ একর এবং রুমাতে ৯৯৭ একর জমি হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রায় প্রত্যেক বছরই আমাদের নানা রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এছাড়া, ভূমিধ্বস, ভবনধ্বস ও অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনাও ঘটে। এ সকল দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তড়িৎ গতিতে দুর্গত ও বিপণ্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান। সাহায্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে। এতে জনগণের প্রভূত প্রশংসা ও বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সেনাসদস্যদের বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হচ্ছে।

আমাদের সরকার সর্বদাই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়, কখনই শাসক হিসেবে নয়। জনগণের সেবা করার জন্য আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তা সব সময়ই অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আপনাদের সৎ, কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের বাস্তবতার বিষয়ে অবগত আছি। বিশেষ করে পাহাড়ে দুর্গম এলাকায় যাঁরা ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন তাঁদেরকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের বিভিন্ন কল্যাণের বিষয়গুলোও আমাদের সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

আপনারা জানেন, আমাদের সম্পদ সীমিত। তবুও বর্তমান সরকার সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে এবং এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় সেনাসদস্যবৃন্দ,

দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের সর্বদা প্রস্ত্তত রাখতে হবে।

আমার বিশ্বাস, আপনারা নিজস্ব বিবেচনা, পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে স্বদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল তথা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনেও নিজেদের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবেন।

সরকার প্রধান হিসেবে আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী এ যাবত যতটুকু দেওয়া সম্ভব, তা দিয়েছি। আগামীতে আরও আধুনিক সেনাবাহিনীর জন্য যা যা প্রয়োজন তা দিতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় আমি পুনর্ব্যক্ত করছি।

আপনারা সেনাবাহিনীর মূলচালিকা শক্তিগুলো অর্থাৎ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনাদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদের সকলকে সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোক।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।